অভিনব সৃজন, আধুনিক প্রকল্প এবং আগামী সময়ের দিশারী

প্রফেসর: ডক্টর সুতপা মুখার্জী
প্রিন্সিপাল, বি. পি.পোদ্দার ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজি (বি.পি.পি.আই.এম.টি.)

বি.পি.পি.আই.এম.টি.-র প্রিন্সিপাল জোর দেন উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশের উপরেই। আর সে কারণেই এখানকার প্রাক্তনীরা গবেষণা, চাকরি বা ব্যবসায়িক উদ্যোগের ক্ষেত্রেও নিজস্বতার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে।

বিশ্বায়নের সুবাদে নিরন্তর পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে আগামী দিনের পড়াশোনা, এমনকি জীবনযাপনেও পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রযুক্তির ওপর দখল তো রাখতেই হবে, তার সঙ্গে সামাজিক, মানবিক এবং লিডারশিপ স্কিল গড়ে তোলাও খুব জরুরী। কলকাতার বি.পি. পোদ্দার কলেজে এ.আই.সি.টি.ই. অনুমোদিত এবং ম্যাকাউট স্বীকৃত এবং এন.বি.এ. অ্যাক্রিডিটেড বি.টেক. কোর্স (কম্পিউটার সাইন্স, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল এবং আই.টি.) এবং এম.সি.এ. পড়ানো হয়। এই প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস-এ (সল্টলেক, সেক্টর V) বি.বি.এ. এবং বি.সি.এ. পড়ানো হয়।

বিগত ২০ বছরে যুগোপযোগী হওয়ার জন্য এই প্রতিষ্ঠান নিজেকে আপডেট করেছে বারবার। নিজেদের ফ্যাকাল্টি, কোর্স, শিক্ষাদানের পদ্ধতি, পরিকাঠামো সমস্ত কিছুর আধুনিকীকরণ করেছে এবং সৃজনশীল বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করতে এগিয়ে এসেছে।

স্বভাবতই এই প্রতিষ্ঠানের ট্যাগ লাইনে রয়েছে আগামী দিনের বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে প্রতিজ্ঞার মন্ত্র। ছাত্রছাত্রীদের ধরাবাঁধা পাঠ্যক্রমের বাইরের বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য গড়ে উঠেছে পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বিভিন্ন ল্যাবরেটরি যেমন বোম্বে আই.আই.টি.-র সঙ্গে যৌথভাবে রোবটিক্স ল্যাব, টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্টস্-এর আই.ও.টি. ল্যাব বা অত্যন্ত আধুনিক প্রযুক্তির ম্যাকল্যাব। আই.টি. ইন্ডাস্ট্রির সাথে যৌথভাবে লাইভ প্রোজেক্ট করারও সুযোগ আছে। এই প্রচেষ্টার স্বীকৃতিও মিলেছে বারবার। ২০১৭ থেকে ২০১৯ পরপর তিনবার জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা-'স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন' এর শিরোপা পেয়েছে। ২০১৭-তে বি.পি.পি.আই.এম.টি.-র ছাত্ররা এই শিরোপা পেয়েছিল, স্টিরিওট্যাকটিক বায়োপসি ছাড়াই একটি

ভারত সরকারের অ্যাটমিক এনার্জি মন্ত্রক থেকে কলকাতার বি.পি. পোদ্দার ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি-র ছাত্ররা স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন ২০১৭ শিরোপা পেয়েছিল নন-ইনভেসিভ পদ্ধতিতে অ্যাপের সাহায্যে ব্রেন টিউমর টাইপ ক্লাসিফিকেশন-এর জন্য। ২০১৭ থেকে ২০১৯, পরপর ৩বছর জাতীয় স্তরের শিরোপা লাভ করেছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

অ্যাপের সাহায্যে ব্রেন টিউমার ক্লাসিফিকেশন-এর জন্য। ২০১৮-তে এই স্বীকৃতি পায় টেলিকম মন্ত্রক থেকে এবং ২০১৯-এ কৃষকদের নিরাপত্তার জন্য একটি মোবাইল অ্যাপের সাহায্যে বজ্রপাত সংক্রান্ত পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য। সোশ্যাল নেটওয়ার্ক অ্যানালিসিস্ করে দাঙ্গা পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য লাভ করেছে 'বেঙ্গলাথন - ২০১৯' এর শিরোপা। সৃজনশীল অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে ছাত্র-ছাত্রীরা কাজ করছে বিভিন্ন প্রকল্পে। উল্লেখযোগ্য তেমন একটি প্রকল্প হল ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মশা বাহিত রোগের উৎস চিহ্নিত করতে সার্ভেলেন্স ড্রোনের সাহায্যে জমা জলকে চিহ্নিত করা।

বি.পি.পি.আই.এম.টি.-র প্রিন্সিপাল জোর দেন উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশের উপরেই। এই নিজস্বতার জন্যই এখানকার ছাত্রছাত্রীরা শুধু চাকরি বা গবেষণার ক্ষেত্রে নয় উদ্যোগপতি হিসাবেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করে বিভিন্ন নামি কোম্পানিতে যোগ দেওয়ার পর বেস্ট ফ্রেশার্স পুরস্কারও লাভ করেছে। আগামী দিনের ও আগামী সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাই দেশের মধ্যে বর্তমান সময়ের উজ্জ্বল দিশারী।